বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল

ফার্মগেট, ঢাকা।

স্বাধীনতা পরবর্তী প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত অবকাঠামো নিয়ে সদ্য ভূমিষ্ঠ বাংলাদেশের ঘুরে দাঁড়ানোর জন্য কৃষির উন্নয়ন যে অনস্বীকার্য তা বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান খুবই ভালোভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তিনি জানতেন কৃষিনির্ভর এই দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ভীত কৃষির উন্নয়নের মাধ্যমেই রচিত হবে। তাই ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে কৃষি খাতের উন্নয়নে সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেন এবং নানাবিধ যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। সেই ধারাবাহিকতায় তিনি ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল প্রতিষ্ঠা করেন যা স্বাধীনতা উত্তরকালে একটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ঘটনা। বঙ্গবন্ধুর এই পদক্ষেপের ফলে কৃষি গবেষণার ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়। দেশের সামগ্রিক কৃষি গবেষণা ও উন্নয়ন কর্মকান্ডকে অধিকতর গতিশীল, যুগোপযোগী ও কার্যকর করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল আইন ১৯৯৬ সালে এবং সর্বশেষ ২০১২ সালে সংশোধনের মাধ্যমে দেশে কৃষি গবেষণা ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমকে আরো সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী করা হয়। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল 'জাতীয় কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান' সমূহের গবেষণা কর্মকান্ডের সমন্বয় সাধন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে ।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের বিগত বছরের উন্নয়ন ও সাফল্যের উল্লেখযোগ্য কিছু অর্জনের সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করা হলো।

১. বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বিএআরসি) স্বাধীনতা পুরস্কার ২০২১ অর্জন

কৃষি গবেষণা ও প্রশিক্ষণে গৌরবময় ও কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বিএআরসি) স্বাধীনতা পুরস্কার ২০২১ অর্জন করেছে। গত ২০ মে, ২০২১খ্রি. বৃহস্পতিবার গণভবনে স্বাধীনতা পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিএআরসিকে এ পুরস্কার প্রদান করেন। বিএআরসির পক্ষ থেকে পুরস্কার গ্রহণ করেন বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. শেখ মোহাম্মদ বখতিয়ার। ১৯৭৩ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে জাতীয় কৃষি গবেষণা সিস্টেমভুক্ত ১২টি গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও সহযোগী সংস্থাসমূহকে কৃষি গবেষণা পরিকল্পনা প্রণয়ন, অগ্রাধিকার নির্ধারণ, কর্মসূচি সমন্বয়সহ বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। বিএআরসি গত ১০ বছরে নোটিফাইড ৭টি ফসলের (ধান, গম, আলু, ইক্ষু, পাট, কেনাফ ও মেস্তা) ফলন ও মান নিশ্চিতপূর্বক বিভিন্ন কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উদ্ভাবিত ১৭০টিরও বেশি জাত ছাড় করেছে। দক্ষ কৃষি বিজ্ঞানী তৈরির লক্ষ্যে ফেলোশিপের জন্য আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদান এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে ৫১ হাজার ৮৮৬ জন বিজ্ঞানী/কর্মকর্তাকে স্বল্প মেয়াদি প্রশিক্ষণ দিয়েছে। বিএআরসি ১৯৭৯ সাল থেকে সার সুপারিশমালা 'হাতবই' প্রণয়ন করে আসছে যা সার ব্যবস্থাপনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। এছাড়া প্রতিষ্ঠানটি কৃষি যান্ত্রিকীকরণ রোডম্যাপ ২০২১, ২০৩১ ও ২০৪১ প্রণয়ন করেছে। পাশাপাশি জাতীয় কৃষি গবেষণা সিস্টেমভুক্ত ১২টি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের শ্রেষ্ঠ উদ্ভাবন নিয়ে '১০০ কৃষি প্রযুক্তি এটলাস' প্রকাশ করেছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নিকট হতে গণভবনে ২০ মে ২০২১ তারিখে গবেষণা ও প্রশিক্ষণে স্বাধীনতা পুরস্কার ২০২১ গ্রহণ করেন ড. শেখ মোহাম্মদ বখতিয়ার, নির্বাহী চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ঢাকায় বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষ্যে কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল প্রকাশিত "১০০ কৃষি প্রযুক্তি এটলাস"- এর মোড়ক উন্মোচন করেন (বৃহস্পতিবার, ৪ ফেব্রুয়ারি ২০২১)।

২. বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল প্রকাশিত '১০০ কৃষি প্রযুক্তি এটলাস'

জাতীয় কৃষি গবেষণা সিস্টেমভুক্ত ১২টি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের শ্রেষ্ঠ উদ্ভাবনসমূহ নিয়ে '১০০ কৃষি প্রযুক্তি এটলাস' প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল। গত ৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২১ খ্রি. তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্স এর মাধ্যমে ঢাকায় বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষ্যে কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল প্রকাশিত '১০০ কৃষি প্রযুক্তি এটলাস'-এর বাংলা ও ইংরেজি মুদ্রণের মোড়ক উন্মোচন করেন।

৩. বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল প্রকাশিত '100 Years of Agricultural Development in Bangladesh'

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে যুক্ত হয়ে 'বিশ্ব খাদ্য দিবস-২০২১' উদযাপন অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল কর্তৃক প্রকাশিত '100 Years of Agricultural Development in Bangladesh' গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন করেন (১৬ অক্টোবর, ২০২১)।

মুজিব শতবর্ষ ও বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে **'100 Years of Agricultural Development in Bangladesh'** প্রকাশ করে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল। গ্রন্থটি ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আমল থেকে আজকের বাংলাদেশ পর্যন্ত কৃষি খাতের উন্নয়ন, গবেষণা, সম্প্রসারণ ও শিক্ষার ধারাবাহিক পরিবর্তনের চিত্র প্রদান করে। গ্রন্থটি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী স্মরণে উৎসর্গ করা হয়েছে। গ্রন্থটিতে এগারোটি অধ্যায়ে গবেষণা ও উন্নয়ন, বিবর্তন, কৃষিতে বঙ্গবন্ধুর অবদান, জাতীয় অর্থনীতিতে কৃষির অবদান, প্রযুক্তিগত পরিবর্তন ও কৃষিতে নীতিগত উন্নয়ন ইত্যাদি বিষয় সন্নিবেশ করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত ১৬ অক্টোবর, ২০২১ খ্রি. তারিখে গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্স মাধ্যমে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে যুক্ত হয়ে বিশ্ব খাদ্য দিবস-২০২১ উদযাপন অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল কর্তৃক প্রকাশিত **'100 Years of Agricultural Development in Bangladesh'** -এর মোড়ক উন্মোচন করেন।

৪. বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বিএআরসি) চত্বরে গ্লোবাল ইনস্টিটিউট ফর ফুড সিকিউরিটি(জিআইএফএস) এর আঞ্চলিক কার্যলয় উদ্বোধন

Dr. Muhammad Abdur Razzaque, MP, Hon'ble Minister, Ministry of Agriculture Inaugurating the Regional Office of Global Institute for Food Security (GIFS) on12 December, 2021 at AIC, BARC

ঢাকার ফার্মগেটে অবস্থিত বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বিএআরসি) চত্বরে কানাডার সাস্কাচুয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্লোবাল ইনস্টিটিউট ফর ফুড সিকিউরিটি (জিআইএফএস) এর আঞ্চলিক অফিস চালু হয়েছে। এ অফিস স্থাপনের মাধ্যমে বাংলাদেশ এবং কানাডার কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে গবেষণা সহযোগিতা সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হবে এবং সেন্টারটি দেশের কৃষি গবেষকদের জলবায়ু পরিবর্তনসহ কৃষিতে উদ্ভূত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় উন্নত জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনে সহায়তা প্রদান করবে। গত ১২ ডিসেম্বর, ২০২১ খ্রি. রবিবার সকালে ঢাকায় বিএআরসিতে এ অফিসের উদ্বোধন করেন কৃষিমন্ত্রী ড. মো: আব্দুর রাজ্জাক, এমপি। বহুমুখী ও মানসম্পন্ন কৃষি-খাদ্য উৎপাদনে সাস্কাচুয়ান অঞ্চলের বিশ্বজুড়ে সুনাম রয়েছে। ঢাকায় এ অফিস চালুর ফলে তাদের প্রযুক্তি ও অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগানো যাবে। বাংলাদেশ ও কানাডার মধ্যে কৃষিখাতে সহযোগিতা আরও জোরদার হবে। বর্তমান সরকারের আমলে দেশে কৃষি উৎপাদনে অভাবনীয় সাফল্য অর্জিত হয়েছে। কিন্তু ভবিষ্যতে কৃষি উৎপাদনের প্রবৃদ্ধি ধরে রাখা ও তা আরও বৃদ্ধি করতে অনেক চ্যালেঞ্জ রয়েছে। এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে খাদ্য নিরাপত্তা টেকসই করতে জিআইএফএস আঞ্চলিক অফিস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। উল্লেখ্য, গত ১০ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ খ্রি. তারিখে বাংলাদেশ কৃষি

গবেষণা কাউন্সিল এবং গ্লোবাল ইনস্টিটিউট ফর ফুড সিকিউরিটি এর মধ্যে কৃষিতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতাসহ বঙ্গবন্ধু রিসার্চ চেয়ার, ঢাকায় জিআইএফএস এর আঞ্চলিক অফিস স্থাপন এবং 'বঙ্গবন্ধু-পিয়ারে ট্রুডো কৃষি প্রযুক্তি কেন্দ্র' স্থাপনের লক্ষ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়।

৫. বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের লাইব্রেরিতে 'বঙ্গবন্ধু কর্নার' এর উদ্বোধন

২১ ফেব্রুয়ারি, ২০২১ খ্রি. তারিখে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপনের জন্য সরকারের বছরব্যাপী কর্মসূচির অংশ হিসাবে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের লাইব্রেরিতে বঙ্গবন্ধু কর্নার উদ্বোধন করা হয়। ফলে লাইব্রেরিতে আগত পাঠকরা বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্মকাণ্ড সম্পর্কে জানতে পারবেন। মাননীয় সিনিয়র সচিব, মোঃ মেসবাহুল ইসলাম বিএআরসি-এর ড. শেখ মোহাম্মদ বখতিয়ার, নির্বাহী চেয়ারম্যান মহোদয়ের সাথে লাইব্রেরিতে বঙ্গবন্ধু কর্নারের উদ্বোধন করেন ।

৬. বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল চত্বরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ম্যুরাল স্থাপন

গত ২৩ ডিসেম্বর, ২০২০ খ্রি. বিএআরসিতে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ম্যুরাল উন্মোচন করেছেন ড. মো আব্দুর রাজ্জাক, এমপি, মাননীয় কৃষিমন্ত্রী। ম্যুরালটি ১০ ফুট উচ্চতা এবং ৮ ফুট প্রস্থ বিশিষ্ট। এই ম্যুরালটি তৈরি করতে প্রায় তিন মাস সময় লেগেছে। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মোঃ মেসবাহুল ইসলাম এবং বিএআরসির নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. শেখ মোহাম্মদ বখতিয়ার।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল বর্তমানে একটি দক্ষ, কার্যকরী এবং টেকসই কৃষি গবেষণা সিস্টেম প্রতিষ্ঠার দর্শন নিয়ে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। সেই ধারাবাহিকতায় কৃষির উন্নয়নকল্পে উন্নত জাত ও লাগসই প্রযুক্তি এবং তথ্য উদ্ভাবনের লক্ষ্যে নার্সভুক্ত প্রতিষ্ঠান, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় বেসরকারী সংস্থা এবং অন্যান্য সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহের সংগে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে গবেষণা সক্ষমতা জোরদারকরণে সদা সচেষ্ট রয়েছে।

প্রতিষ্ঠার পর থেকে অন্যান্য সহযোগী কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সমন্বয় সাধন করে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তায় কাজ করে যাচ্ছে। এক ও দুই ফসলি জমি অঞ্চল বর্তমানে চার ফসলি জমিতে পরিণত করা হয়েছে। কৃষি গবেষণার গুণগত উন্নয়নের দরুন খাদ্য উৎপাদন ব্যাপক বৃদ্ধি পাওয়ায় বাংলাদেশ আজ ধান ও সবজি উৎপাদনে ৩য়, আলু উৎপাদনে ৬ষ্ঠ, আম উৎপাদনে ৮ম এবং মিঠা পানির মাছ উৎপাদনে ৩য় হয়েছে যা দেশের মানুষের আমিষের চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম এটা সম্ভব হয়েছে কৃষি গবেষণার নিরলস প্রচেষ্টায়। খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জাতীয় কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক অসংখ্য লাগসই প্রযুক্তিসহ বিভিন্ন ফসলের জাত উদ্ভাবিত হয়েছে যা দেশের সার্বিক কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি সহ দেশের খাদ্য ও পুষ্টি চাহিদা পূরণ করছে। সেইসাথে পুষ্টিতে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের জন্য কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলোর ধারাবাহিক গবেষণার ফলে ধানসহ বিভিন্ন ফলদ ও শাকসবজির বিভিন্ন মৌসুমে চাষোপযোগী পুষ্টিসমৃদ্ধ জাত বের হয়েছে। কৃষিবিজ্ঞানীদের গবেষণার ফলে বর্তমানে সারা বছর বিভিন্ন শাক-সবজি ও ফল-ফলাদির চাষ হচ্ছে যা দেশের সার্বিক পুষ্টি চাহিদা পূরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে ।